জনগণের স্বাস্থ্য সম্মেলন

জনগণের স্বাস্থ্য সনদ

জনগণের স্বাস্থ্য সনদ

ভূমিকা

১৯৭৮ সালে আলমা-আতা সম্মেলনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফসহ ১৩৪টি সদস্য দেশের মন্ত্রীগণ ২০০০ সালের মধ্যে *সবার জন্য স্বাস্থ্য* ঘোষণা করেন। এ লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে তাঁরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা (Primary Health Care)-কে নির্ধারিত করেন।

দুর্ভাগ্যবশত, সেই স্বপ্ন কখনোই বাস্তবে পরিণত হয়নি। অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের জনগণের স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নতি হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে এটা দেখা গেছে যে, এর আরও অবনতি হয়েছে। বর্তমানে আমরা একটি বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সংকটের মুখোমুখি হচ্ছি–যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেশের ভেতর এবং একদেশের সঙ্গে অন্যদেশের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যসমূহ অনবরতভাবে স্বাস্থ্যের প্রতি নতুন নতুন হুমকির সৃষ্টি হচ্ছে। এটি আবার বিশ্বায়নের নেতিবাচক শক্তিসমূহ কর্তৃক আরো জটিল আকার ধারণ করছে, যা জনগণের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত, বিশেষভাবে গরীবদের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সম্পদের সমতাপূর্ণ বন্টনের কাজকে বাধাগ্রস্ত করছে।

মূলত আলমা-আতায় গৃহীত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার নীতিসমূহের স্বাস্থ্যখাত কর্তৃক বাস্তবায়নের ব্যর্থতা উল্লেখযোগ্যভাবে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে। এ ব্যর্থতার জন্যে সরকারসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ সম্পূর্ণভাবে দায়ী।

'সবার জন্য স্বাস্থ্য'র উদ্দেশ্যসমূহকে উন্নয়ন আলোচ্যসূচির উপযুক্ত জায়গায় স্থাপন করার জন্যে একটি সম্মিলিত আন্তর্জাতিক প্রয়াস সৃষ্টি এখন অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। আলমা-আতার স্বপ্ন (Vision) যাতে বাস্তবরূপ পায় তা নিশ্চিত করার জন্যে প্রকৃত ও জনগণকেন্দ্রিক উদ্যোগসমূহকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের, সরকারসমূহ এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের ওপর চাপ বৃদ্ধি করতে হবে।

এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সুশীল সমাজ আন্দোলন, এনজিও সমূহ এবং নারীদের সংগঠনগুলো একসাথে কাজ করার জন্যে সিদ্ধান্ত নেয়। এ দলটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার নীতিসমূহ এবং জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অন্যান্যদের সাথে একত্রে 'জনগণের স্বাস্থ্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত করে। এ সম্মেলনটি ৪-৮ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে বাংলাদেশের সাভারে অবস্থিত গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

এ সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ১৮ মাসের প্রস্তুতি কর্মের সমাপ্ত হয়। এতে ৯২টি দেশ থেকে ১,৪৫৩ জন অংশগ্রহণকারী এসেছিলেন। প্রস্তুতিমূলক পদ্ধতিটি নানা ধরনের জনগণের নজীরবিহীন অংশগ্রহণ এবং তাদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। এই জনগণ আবার হাজার হাজার গ্রামসভা, জেলাপর্যায় কর্মশালা এবং জাতীয়পর্যায় সম্মেলনে সামিল হয়েছিলেন।

সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনগুলিতে (Plenary Sessions) পাঁচটি প্রধান বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল–'স্বাস্থ্য, জীবন এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য'; 'অসমতা, দারিদ্র্য এবং স্বাস্থ্য'; 'স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং স্বাস্থ্য সেবাসমূহ'; 'পরিবেশ এবং টিকেথাকা (survival)' এবং 'ভবিষ্যৎ পন্থাসমূহ'। সারা বিশ্ব থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ বঞ্চনা ও সেবার ব্যর্থতার প্রমাণসমূহ তুলে ধরার পাশাপাশি জনগণ কর্তৃক পরিচালিত সফল উদ্যোগ ও সংস্থাসমূহের কথাও তুলে ধরেন। একই সময়ে অনুষ্ঠিত এক শ'রও বেশি কর্মশালা প্রধান প্রধান বিষয়ের বিভিন্ন দিকগুলো অংশগ্রহণকারীদের মাঝে

আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা ও বিনিময় করা সম্ভব হয়েছিল। একই সময়ে অনুষ্ঠিত অধিবেশনগুলোতে তাঁদের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং উদ্যোগসমূহকে আলোচনায় সাহায্য করেছিল।

পাঁচদিনের এ গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের কথা নিজেদের ভাষায় প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছিল। তাঁরা তাঁদের সরকারসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ব্যর্থতাগুলো সবার সামনে তুলে ধরেন এবং এ মর্মে সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও সমতাপূর্ণ উন্নয়ন যেন নীতিনির্ধারকদের আলোচ্যসূচিতে সর্বোচ্চ প্রাধান্য পায় ।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ তাঁদের সমস্যাসমূহ ও কঠোর অবস্থাগুলো পর্যালোচনা এবং অভিজ্ঞতাসমূহ বিনিময় করার পর তাঁরা 'জনগণের স্বাস্থ্য সনদ'-টি সযত্নে তৈরি করেন এবং অবশেষে এটিকে জনসমক্ষে সমর্থন করেন। আলমা-আতা স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার কাজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিশ্বব্যাপী নাগরিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে এখন থেকে সনদটি ব্যবহৃত হবে। যাঁরা আমাদের উদ্বেগের বিষয়সমূহের সাথে একমত তাঁদের প্রত্যেককে আমরা এ সনদটিকে সমর্থনের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগদান করতে উৎসাহিত ও আমন্ত্রণ করছি।

জনগণের স্বাস্থ্য সনদ

প্রস্তাবনা

স্বাস্থ্য হচ্ছে একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইস্যু, এবং সর্বোপরি এটি একটি মৌলিক মানবাধিকার। গরীব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর হীন স্বাস্থ্য ও মৃত্যুর মূলে রয়েছে অসমতা, দারিদ্র্য, শোষণ, সহিংসতা এবং অবিচার। *সবার জন্য স্বাস্থ্য* বলতে বুঝায় শক্তিশালী প্রতিপক্ষসমূহকে মোকাবেলা করতে হবে, বিশ্বায়নকে বাধা দিতে হবে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগণ্য বিষয়সমূহকে অত্যন্ত কঠোরভাবে পরিবর্তন করতে হবে।

এ সনদটি যেসব জনগণের কথার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তাদের কথা ইতিপূর্বে অত্যন্ত কম শোনা হয়েছে, অথবা মোটেই শোনা হয়নি। এটি জনগণকে তাদের নিজস্ব সমাধানসমূহ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, জাতীয় সরকারসমূহ, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও কর্পোরেশনগুলিকে জবাবদিহিমূলক করে তুলে।

স্বপ্ন

আমাদের উন্নততর পৃথিবীর ধারণার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে সমতা, পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়ন ও শান্তি। আমাদের দৃষ্টিতে এটি এমন একটি পৃথিবী যেখানে সবার জন্যে সুস্থ জীবন একটি বাস্তবতা; এমন একটি পৃথিবী যেখানে সব জীবন ও বৈচিত্র্যকে সম্মান, উপলব্ধি এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়; এমন একটি পৃথিবী যা একে অপরকে সমৃদ্ধ করার জন্যে জনগণের মেধা ও শক্তিসমূহকে বিকাশে সমর্থ করে তুলে; এমন একটি পৃথিবী যেখানে আমাদের জীবন জনগণ-নিয়ন্ত্রিত সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হবে।

এ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্যে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট সম্পদ পৃথিবীতে রয়েছে।

স্বাস্থ্য সংকট

"প্রতিদিন অসুস্থতা ও মৃত্যু আমাদেরকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। এটা এ কারণে নয় যে কিছু কিছু লোক আছে যারা পীড়িত হচ্ছে অথবা কিছু মানুষ আছে মৃত্যুই যাদের নিয়তি। আমরা ক্রুদ্ধ এ কারণে যে অনেক অসুস্থতা ও মৃত্যুর ভিত্তি মূলে রয়েছে আমাদের ওপর চাপানো অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিসমূহ"।

(মধ্য আমেরিকার একটি কণ্ঠস্বর)

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহ জনগণের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ এবং অন্যান্য সামাজিক সেবাসমূহকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

পৃথিবীতে বিপুল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্য ও ক্ষুধা বেড়েই চলেছে। ধনী ও গরীব দেশগুলির মধ্যে ব্যবধান আরো বেড়েছে। যেমন বিভিন্ন দেশের মধ্যে, সামাজিক শ্রেণীগুলোর মধ্যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে এবং বৃদ্ধ ও যুবকের মধ্যে অসমতাসমূহও বেড়েছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যার একটি বড় অংশ খাদ্য, শিক্ষা, নিরাপদ পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা, আশ্রয়, জমি ও এর সম্পদসমূহ, চাকরি এবং স্বাস্থ্য সেবাসমূহ থেকে এখনও বঞ্চিত হচ্ছে। বৈষম্য বিরাজ করছেই। এটা রোগ সংঘটন এবং স্বাস্থ্যসেবার সুযোগকে প্রভাবিত করছে।

এ গ্রহের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ আশংকাজনকভাবে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হয়ে সবার, বিশেষ করে গরীবদের স্বাস্থ্যকে হুমকি দিচ্ছে। নতুন নতুন সংঘাতের আধিক্য দেখা দিচ্ছে এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রসমূহ এখনো ভয়াবহ হুমকিস্বরূপ রয়ে গেছে।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ আশংকাজনক হারে মাত্র অল্প কয়েকজনের হাতে পুঞ্জীভূত হচ্ছে, এবং যাদের একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত মুনাফা হাতিয়ে নেওয়া। শক্তিশালী সরকারসমূহ এবং বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-এর মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি ক্ষুদ্র দল নব্য উদারনৈতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিসমূহ তৈরি করে থাকে। এসব নীতির পাশাপাশি আন্তঃ দেশীয় কর্পোরেশনসমূহের অনিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ডসমূহ উত্তর ও দক্ষিণের জনগণের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, জীবন ও জীবিকার ওপর তীব্র প্রভাব ফেলছে।

সরকারী সেবাখাতসমূহ অতি অল্প করে হলেও জনগণের চাহিদা পূরণ করছে না, কারণ সরকারসমূহের সামাজিক বাজেট কর্তনের ফলে এগুলোর অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবাসমূহ এখন জনগণের নাগালের আরো বাইরে, অধিকতর অসমভাবে বন্টিত এবং আরো বেশি অলাগসই।

জনগণের সেবাখাতসমূহ ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরের কারণে ক্রমশ স্বাস্থ্যসুযোগ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আরো দুর্বল করে দিচ্ছে এবং সমতার অত্যাবশ্যকীয় নিয়মের সাথে আপোষ করতে বাধ্য করছে। প্রতিরোধযোগ্য অসুস্থ স্বাস্থ্যের উপস্থিতি, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মার মত রোগের পুনরাবির্ভাব, HIV/AIDS-এর মত নতুন রোগের প্রকোপ– এসবই আমাদের নির্দয়ভাবে মনে করিয়ে দেয় যে পৃথিবীতে সমতা ও ন্যায় বিচারের নিয়মসমূহের বড়ই অভাব রয়েছে।

জনগণের স্বাস্থ্য সনদের নিয়মনীতি সমূহ

– একজন ব্যক্তির বর্ণ, সামাজিক পটভূমি, ধর্ম, লিঙ্গ, বয়স, প্রতিভা, যৌনাচার বা শ্রেণী ভেদাভেদ না করে সর্বোত্তম স্বাস্থ্য ও মঙ্গল লাভের মৌলিক মানবাধিকার আছে।

– ১৯৭৮ সালে আলমা-আতা ঘোষণায় বিবৃত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার (PHC) সার্বজনীন ও ব্যাপকভিত্তিক নিয়মনীতি সমূহ স্বাস্থ্যসম্পর্কিত নীতিসমূহের গঠনের ভিত্তিমূল হওয়া উচিত। স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনে আরও অধিক সমতাপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক এবং বহুমাত্রিক অভিগমনের (Approach) প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

– জনগণের ক্রয় ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং তাদের চাহিদাসমূহের ওপর ভিত্তি করে তাদের জন্যে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং সামাজিক সার্ভিসসমূহ নিশ্চিত করার মৌলিক দায়িত্ব সরকারসমূহের।

– সকল স্বাস্থ্য ও সামাজিক নীতি এবং কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নে জনগণ ও তাদের সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়।

– প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা স্বাস্থ্য নির্ধারিত হয় তেমনি সমতা ও টেকসই উন্নয়নসহ স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রেও স্বাস্থ্য একটি শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয় হওয়া উচিত।

কর্মোদ্যোগ গ্রহণের আবেদন

পৃথিবীব্যাপী স্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলা করার জন্যে ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বিশ্বব্যাপী সকল স্তরে আমাদেরকে কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নিচে উল্লেখিত দাবীসমূহ কর্মোদ্যোগ গ্রহণের একটি ভিত্তি প্রদান করে।

স্বাস্থ্য একটি মানবাধিকার

স্বাস্থ্য হচ্ছে সমতা এবং ন্যায় বিচারের প্রতি সমাজের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। স্বাস্থ্য এবং মানবাধিকারসমূহকে অবশ্যই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্বেগের বিষয়সমূহের ওপর জয়যুক্ত হতে হবে।

এ সনদটি বিশ্বের জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যে–

– স্বাস্থ্যের অধিকার বাস্তবায়নের জন্যে সকল প্রচেষ্টাকে সমর্থন করুন।

– দাবী তুলুন যে, সকল সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাকে তাদের নীতি ও আচরণ এমনভাবে পুনর্গঠন, বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ করতে হবে যা স্বাস্থ্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

– সরকারসমূহের ওপর চাপ প্রয়োগ করার জন্যে ব্যাপকভিত্তিক জনপ্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। যাতে করে তারা জাতীয় শাসনতন্ত্রসমূহ এবং প্রণীত আইনসমূহে স্বাস্থ্য ও মানবাধিকারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

– মুনাফার উদ্দেশ্যে জনগণের স্বাস্থ্য চাহিদাগুলিকে শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করুন।

স্বাস্থ্যের বৃহত্তর নির্ধারকসমূহের মোকাবেলা

অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ

জনস্বাস্থ্যের ওপর অর্থনীতির গভীর প্রভাব রয়েছে। যেসব অর্থনৈতিক নীতি সমতা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক কল্যাণকে প্রাধান্য দেয় সেগুলো জনস্বাস্থ্য এবং অর্থনীতিরও উন্নতি বিধান করতে পারে।

জাতীয় সরকারসমূহ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কর্তৃক আরোপিত রাজনৈতিক, আর্থিক, কৃষিবিষয়ক ও শিল্পবিষয়ক নীতিসমূহ যেগুলি প্রধানত পুঁজিবাদী চাহিদাসমূহের প্রতি সাড়া দেয় সেগুলো জনগণকে তাদের জীবন ও জীবিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন ও উদারীকরণ প্রক্রিয়াসমূহ জাতিতে জাতিতে এবং জাতিসমূহের অভ্যন্তরে অসাম্যগুলি বাড়িয়ে তুলেছে।

পৃথিবীর অনেক দেশ এবং বিশেষ করে সবচেয়ে শক্তিধর দেশগুলি তাদের অবস্থান সংহত ও বিস্তার করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অবরোধ এবং সামরিক হস্তক্ষেপসহ তাদের সম্পদসমূহ ব্যবহার করছে, যা জনগণের জীবনের ওপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলছে।

এই সনদটি বিশ্বের জনগণের নিকট আহ্বান জানাচ্ছে যে–

– বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দাবী করতে হবে যাতে করে তারা জনগণের সামাজিক, পারিবেশিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যের অধিকারসমূহ লঙ্ঘন করা বন্ধ করে এবং দক্ষিণের দেশগুলোর স্বার্থের পক্ষে সুস্পষ্টভাবে কাজ করতে শুরু করে। জনস্বাস্থ্যকে রক্ষার নিমিত্তে এ ধরনের পরিবর্তনে

ইন্টেলেকচুয়াল সম্পত্তি রেইজীম্‌স, যেমন–পেটেন্টস্‌ এবং Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS) চুক্তি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

– তৃতীয় বিশ্বের দেনা বাতিলের জন্যে দাবী করতে হবে।

– বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল-এর আমূল পরিবর্তনের জন্যে দাবী তুলতে হবে যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়নশীল দেশসমূহের অধিকারগুলি ও স্বার্থসমূহ সক্রিয়ভাবে প্রতিফলিত করে এবং সেগুলো তুলে ধরে।

– বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহ যাতে জনস্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে না পারে, তাদের কর্মীবাহিনীকে শোষণ করতে না পারে, পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে, তা নিশ্চিত করার জন্যে কার্যকর প্রতিবিধানের দাবী তুলতে হবে।

– এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, জাতীয় সরকারসমূহ জনগণের চাহিদাগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষিবিষয়ক নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করবে, বাজারের চাহিদার ওপর নির্ভর করে নয়; এভাবে খাদ্য নিরাপত্তা ও সমতাপূর্ণ খাদ্য সুযোগের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

– ইন্টেলেকচুয়াল সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে যাতে জাতীয় সরকারসমূহ জনস্বাস্থ্য অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা নেয় তা দাবী করতে হবে।

– ফটকামূলক আন্তর্জাতিক পুঁজিপ্রবাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও ট্যাক্স দাবী করতে হবে।

– এটা জোর দিতে হবে যে, সকল অর্থনৈতিক নীতি স্বাস্থ্য, সমতা, জেন্ডার এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ওপর নির্ভর করে তৈরি হবে এবং এমন সব নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যা সঙ্গতি নিশ্চিত করে।

– বৃদ্ধিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক মতবাদসমূহকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে এবং এগুলির জায়গায় এমন সব বিকল্প স্থাপন করতে হবে, যেগুলি মানবিক ও টেকসই সমাজসমূহ তৈরি করতে পারে। অর্থনৈতিক মতবাদসমূহকে অবশ্যই পরিবেশগত সীমাবদ্ধতাসমূহ, স্বাস্থ্য ও সমতার মৌলিক গুরুত্ব এবং অবৈতনিক শ্রমের অবদান বিশেষভাবে নারীদের কাজকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ

সমন্বিত সামাজিক নীতিসমূহ জনগণের জীবন ও জীবিকাসমূহের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন এবং ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণ সমাজ, পরিবার ও সংস্কৃতিগুলোকে গভীরভাবে চূর্ণ করে দিয়েছে। সর্বত্র মহিলারাই হচ্ছেন সমাজের বন্ধন রক্ষা করার জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। তা সত্ত্বেও তাদের মৌলিক চাহিদাগুলিকে প্রায়শই অবজ্ঞা অথবা অস্বীকার করা হয়, তাদেরকে এবং তাদের অধিকারগুলি লাঞ্ছিত করা হয়।

জন প্রতিষ্ঠানসমূহকে খাটো ও দুর্বল করা হয়েছে। তাদের অনেক দায়িত্বকে ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতে, বিশেষ করে কর্পোরেশনসমূহ, অথবা অন্যান্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে দেওয়া হয়েছে, যারা অতি অল্পই জনগণের নিকট দায়বদ্ধ। অধিকন্তু, রাজনৈতিক দলসমূহ এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ক্ষমতা তীব্রভাবে খর্ব করা হয়েছে, অন্যদিকে রক্ষণশীল ও মৌলবাদী শক্তিসমূহের উত্থান ঘটছে। রাজনৈতিক দলসমূহ এবং সামাজিক কাঠামোসমূহে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করা উচিত। স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা লালন ও নিশ্চিত করার একটি অতি জরুরী প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

এ সনদটি পৃথিবীর জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে যে–

– জনগণের পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমন্বিত সামাজিক নীতিসমূহের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্যে দাবী তুলুন ও তা সমর্থন করুন।

– এটা নিশ্চিত করুন যে, সকল নারী ও পুরুষের কাজ, জীবিকা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, শিক্ষা ও সহিংসতা থেকে মুক্তির সমানাধিকার আছে।

– শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীসমূহের মানবাধিকারসমূহ রক্ষা ও প্রবর্তন করতে আইনের প্রস্তাব ও প্রবর্তনের জন্যে সরকারসমূহকে চাপ দিন।

– স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে রাজনৈতিক আলোচ্যসূচির শীর্ষে রাখার দাবী তুলুন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে–সকল শিশু ও বয়স্কদের জন্যে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা চালু করা, বিশেষভাবে মেয়েশিশু ও মহিলাদের জন্যে, মানসম্পন্ন প্রারম্ভিক শিশুশিক্ষা এবং সেবা চালু করা।

– দাবী তুলুন যে–জনপ্রতিষ্ঠানের কার্যসমূহ, যেমন, শিশুর যত্নসেবা, খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাসমূহ এবং বাসস্থানের বন্দোবস্তসমূহ ব্যক্তি ও সমাজের স্বাস্থ্যকে উপকৃত করে।

– জনগণকে তাদের জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর অথবা কর্মস্থান ছাড়তে বাধ্য করে, এ জাতীয় যে-কোন নীতিমালার নিন্দা করুন এবং প্রতিকারের দাবী তুলুন।

– মৌলবাদী শক্তিসমূহের বিরোধিতা করুন–যারা ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সংখ্যালঘুদের জীবনের প্রতি।

– যৌন পর্যটন ও পৃথিবীব্যাপী নারী ও শিশু পাচারের বিরোধিতা করুন।

পরিবেশগত চ্যালেঞ্জসমূহ

পানি ও বায়ুদূষণ, আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন, ওজোন স্তরের ক্ষয়, পারমাণবিক শক্তি ও বর্জ্য, বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও কীটনাশক, জীব-বৈচিত্র্য (বায়োডাইভার্সিটি)'র ক্ষতি, বন উজাড়করণ ও মাটির ক্ষয় জনগণের স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘসূত্রী প্রভাব ফেলছে। এ ধ্বংসের মূল কারণগুলি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাহীন আহরণ, দীর্ঘমেয়াদী সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (ভিশন)-এর অভাব, ব্যক্তিতান্ত্রিক ও মুনাফা অর্জনকারী আচরণের বিস্তার, এবং ধনীদের অতিরিক্ত ভোগ। এ ধ্বংসকে অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে এবং কার্যকরভাবে বাধা দিতে হবে।

এ সনদটি বিশ্বের জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে যে–

– বহুজাতিক ও দেশীয় কর্পোরেশনসমূহ, জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সামরিক বাহিনীর ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকারক কার্যাবলীসমূহ যা পরিবেশ ও জনগণের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে, তার জন্যে তাদেরকে দায়বদ্ধ থাকতে হবে।

– দাবী তুলতে হবে যে, সকল উন্নয়ন প্রকল্পের মূল্যায়ন হতে হবে স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে। এবং এই দাবী তুলতে হবে যে, যেসব প্রযুক্তি ও নীতি স্বাস্থ্য ও পরিবেশের প্রতি সম্ভাব্য হুমকি প্রদর্শন করে সেগুলোর ক্ষেত্রে সাবধানতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে হবে।

– দাবী তুলতে হবে যে, সরকারসমূহ তাদের প্রশাসনিক এলাকাসমূহে গ্রীনহাউস গ্যাসসমূহ হ্রাস করার জন্যে অতি দ্রুতভাবে আরো কঠোরভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। এ ব্যাপারে তারা আন্তর্জাতিক আবহাওয়া পরিবর্তন চুক্তির চেয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং কোন ক্ষতিকারক অথবা অনুপযোগী প্রযুক্তি বা নিয়মের আশ্রয় নিতে পারবে না।

– অধিকতর গরীব দেশসমূহ এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়সমূহে বিপজ্জনক শিল্পসমূহ এবং বিষাক্ত ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য স্থানান্তরে বাধা দিতে হবে। এবং বর্জ্য উৎপাদনকে সর্বনিম্নস্তরে আনার জন্যে উৎসাহিত করতে হবে।

– উত্তর ও দক্ষিণ উভয় বলয়ের দেশসমূহকে অতিরিক্ত ভোগ এবং অ-টেকসই জীবনধারাকে হ্রাস করতে হবে। সম্পদশালী শিল্পোন্নত দেশসমূহকে তাদের ভোগ ও দূষণ শতকরা ৯০ ভাগ কমানোর জন্যে চাপ দিতে হবে।

– পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী তুলতে হবে। এতদসঙ্গে কাজের পরিবেশ মনিটর করার জন্যে শ্রমিককেন্দ্রিক ব্যবস্থা দাবী করতে হবে।

– কর্মস্থল, সমাজ ও বাসাবাড়িতে দুর্ঘটনা ও জখম প্রতিরোধের জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী করতে হবে।

– জীবনের ওপর পেটেন্টকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় জ্ঞান এবং সম্পদসমূহ লুণ্ঠনের বিরোধিতা করতে হবে।

– পরিবেশগত ও সামাজিক উন্নতির জন্যে জনগণকেন্দ্রিক, সমাজভিত্তিক সূচকসমূহ তৈরি করতে হবে। পরিবেশের অধঃপতন এবং জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের অবস্থা মাপার জন্যে উপযোগী নিয়মিত নিরীক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পরিগ্রহণের ওপর জোর দিতে হবে।

যুদ্ধ, সহিংসতা, বিরোধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ

যুদ্ধ, সহিংসতা, বিরোধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ সম্প্রদায়সমূহকে বিধ্বস্ত করে দেয় এবং মানবিক মর্যাদাবোধকে ধ্বংস করে। সমাজের সদস্যদের ওপর বিশেষভাবে মহিলা ও শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর এগুলো তীব্র প্রভাব ফেলে। বর্ধিত হারে মারণাস্ত্র সঞ্চয় এবং একটি আগ্রাসী ও দুর্নীতিপরায়ণ মারণাস্ত্র ব্যবসা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক সেক্টরে সম্পদের বরাদ্দকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

এ সনদটি বিশ্বের জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে যে–

– শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের জন্যে প্রচারাভিযান ও আন্দোলনগুলিকে সমর্থন জানান।

– আগ্রাসন, গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রসহ সকল প্রকার ভূমি-মাইনের গবেষণা, উৎপাদন, পরীক্ষা ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানগুলিকে সমর্থন করুন।

– ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্যে জনগণের উদ্যোগসমূহকে সমর্থন করুন, বিশেষভাবে যেসব দেশের গণহত্যা ও গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

– শিশু সৈন্যের ব্যবহার এবং শিশু ও নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, অত্যাচার ও হত্যার নিন্দা জ্ঞাপন করুন।

– মানবিক মর্যাদাকে ধ্বংসের একটি বড় হাতিয়ার আধিপত্য, এটিকে ধিক্কার জানান।

– মানবিক ত্রাণ হস্তক্ষেপকে সামরিকীকরণের বিরোধিতা করুন।

– জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের আমূল পরিবর্তনের দাবী জানান যাতে করে এটি গণতান্ত্রিকভাবে কর্ম সম্পাদন করতে পারে।

– জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক আগ্রাসনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত সকল প্রকার অবরোধ যা বেসামরিক লোকের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে তার পরিসমাপ্তি ঘটানোর দাবী জানান।

– পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ, সম্প্রদায়গুলো এবং শহরের এলাকাগুলিকে শান্তির এলাকা এবং অস্ত্রমুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করার জন্যে স্বাধীন ও জনগণকেন্দ্রিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করুন।

– বিশেষভাবে পুরুষদের মধ্যে আক্রমণাত্মক ও সহিংস আচরণ প্রতিরোধ ও হ্রাসের জন্যে কর্মব্যবস্থা ও প্রচারাভিযানসমূহকে এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের লালনকে সমর্থন করুন।

– প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ প্রতিরোধ এবং তৎপরবর্তী মানুষের দুর্ভোগ হ্রাসের নিমিত্তে কর্মব্যবস্থা ও প্রচারাভিযানগুলিকে সমর্থন করুন।

একটি জনগণকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য খাত

এ সনদটি জনগণের অর্থব্যয়ের সামর্থ্য নির্বিশেষে সার্বজনীন ও সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সংস্থানের আবেদন জানাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবাগুলিকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক ও দায়বদ্ধ হতে হবে এবং এটা অর্জন করার জন্যে পর্যাপ্ত সম্পদের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

এ সনদটি বিশ্বের জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে যে–

– আন্তর্জাতিক ও জাতীয় নীতিসমূহ যা স্বাস্থ্যসেবাকে ব্যক্তিমালিকানাধীন করে এবং একে একটি পণ্যে পরিণত করে, সেগুলিকে প্রতিরোধ করুন।

– দাবী তুলুন যে, সরকারসমূহ স্বাস্থ্য সমস্যাগুলিকে সমাধানের সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হিসেবে সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং জনস্বাস্থ্য সেবা প্রবর্তন ও অর্থ যোগানের ব্যবস্থা করবে। যাতে বিনা খরচে সার্বজনীন সুযোগ নিশ্চিত হয়।

– জাতীয় স্বাস্থ্য ও ওষুধ নীতি গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও কার্যকরী করার জন্যে সরকারসমূহকে চাপ দিন।

– দাবী তুলুন যে, সরকারসমূহ জনস্বাস্থ্য সেবাসমূহের ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণের বিরোধিতা করবে, এবং দাতব্য ও এনজিও মেডিকেল সেবাসহ ব্যক্তিমালিকানাধীন স্বাস্থ্যখাতের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে।

– বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মৌলিক পরিবর্তনের জন্যে চাপ দিন যাতে করে এটি স্বাস্থ্যের চ্যালেঞ্জের প্রতি এমনভাবে সাড়া দেয় যেন, যা গরীবদের উপকৃত করে, ভার্টিক্যাল এ্যাপ্রোচকে এড়িয়ে চলে, আন্তখাত কাজকে নিশ্চিত করে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে জনসংগঠনসমূহকে সংযুক্ত করে এবং কর্পোরেট স্বার্থগুলো থেকে স্বাধীন থাকা নিশ্চিত করে।

– রোগী ও ভোক্তার অধিকারগুলোসহ স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ উৎসাহিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় কর্মোদ্যোগ উৎসাহিত, সমর্থন ও নিয়োগ করুন।

– প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সাথে একীভূত করার উদ্দেশ্যে ঐতিহ্যবাহী ও সামগ্রিক চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো ও এর চর্চাকারদের সমর্থন, স্বীকৃতি ও উৎসাহ যোগান।

– স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণে পরিবর্তন আনার জন্যে দাবী তুলুন, যাতে তারা অধিকতর সমস্যাকেন্দ্রিক এবং প্রয়োগভিত্তিক হয়; তারা যেন তাদের সমাজের ওপর বিশ্বব্যাপী ইস্যুগুলোর প্রভাব বুঝতে পারে; এবং তারা যেন সমাজগুলোর জন্যে কাজ করতে উৎসাহিত হয় এবং সমাজগুলিকে এবং এর বৈচিত্র্যগুলিকে শ্রদ্ধা করে।

– ওষুধসহ মেডিকেল প্রযুক্তির রহস্য উন্মোচন করুন এবং এটা দাবী করুন যে, সেগুলো যেন জনগণের স্বাস্থ্য চাহিদার অধিনস্ত হয়।

– দাবী তুলুন যে, প্রজনন প্রযুক্তি, জেনেটিক গবেষণা এবং ওষুধের উন্নয়নসহ স্বাস্থ্য গবেষণা যেন অংশগ্রহণমূলক ও চাহিদাভিত্তিক উপায়ে দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিচালিত হয়। এটিকে হতে হবে জনগণ ও জনস্বাস্থ্যভিত্তিক এবং সার্বজনীন নৈতিক নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

– জনগণের প্রজনন ও যৌন আত্ম-পরিচালনার অধিকারসমূহকে সমর্থন করুন এবং জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা নীতির ক্ষেত্রে সকল দমনমূলক ব্যবস্থাকে প্রতিহত করুন। এ সমর্থনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে নিরাপদ ও কার্যকর সকল ধরনের জন্ম-উর্বরতা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহের ওপর অধিকার।

একটি স্বাস্থ্যকর পৃথিবীর জন্যে জনগণের অংশগ্রহণ

অধিকতর গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ এবং দায়বদ্ধ নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়াসমূহের জন্যে শক্তিশালী জনসংগঠন ও আন্দোলনসমূহই হচ্ছে মৌলিক কাজ। এটা অপরিহার্য্য যে, জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে হবে। একদিকে সরকারসমূহের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে স্বাস্থ্য ও মানবাধিকারের প্রতি একটি অধিকতর ন্যায়সঙ্গত অভিগমন (Approach) উৎসাহিত করা; অন্যদিকে নীতি উন্নয়নে জনগণের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ এবং এগুলোর বাস্তবায়ন মনিটর করা নিশ্চিত করার ব্যাপারে নানাধরনের নাগরিক সমাজ ও আন্দোলনসমূহ এবং মিডিয়াকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

এ সনদটি পৃথিবীর জনগণের নিকট আহ্বান জানাচ্ছে যে–

– বিশ্লেষণ ও কর্মোদ্যোগের ভিত্তি গড়ে তোলার জন্যে গণসংগঠনসমূহকে গড়ে তুলুন ও শক্তিশালী করুন।

– জনসেবার সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণকে সম্পৃক্তকরণের জন্যে উৎসাহিত করার কর্মোদ্যোগসমূহকে ত্বরান্বিত, সমর্থন ও প্রয়োগ করুন।

– স্বাস্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চসমূহে গণসংগঠনসমূহকে প্রতিনিধিত্ব করার দাবী করুন।

– পৃথিবীব্যাপী গণকেন্দ্রিক সংহতি নেটওয়ার্কসমূহ স্থাপনের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের স্থানীয় উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করুন।

জনগণের স্বাস্থ্য সম্মেলন এবং সনদ

জনগণের স্বাস্থ্য সম্মেলনের ধারণাটি এক দশকের বেশী সময় ধরে আলোচিত হচ্ছে। ১৯৯৮ সালে কিছু সংখ্যক সংগঠন "পিএইচএ" প্রক্রিয়া শুরু করে এবং একটি বড় ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন সভা করার পরিকল্পনা করে যা ২০০০ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক কর্মশালা, স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত জনগণের কথা সংগ্রহ এবং *"জনগণের স্বাস্থ্য সনদ"*সহ অনেকগুলো সম্মেলন পূর্ব ও পরবর্তী কর্মকাণ্ড আরম্ভ করা হয়েছিল।

বর্তমানে সনদটি সারা পৃথিবীর নাগরিকদের এবং গণসংগঠনসমূহের অভিমতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, এবং এটিকে বাংলাদেশের সাভারে অনুষ্ঠিত সম্মেলন সভায় প্রথম অনুমোদন করা হয় ডিসেম্বর ২০০০ সালে।

আমাদের সাধারণ উদ্বেগসমূহ, একটি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ও স্বাস্থ্যকর পৃথিবীর ধারণা এবং মৌলিক কর্মোদ্যোগ গ্রহণের জন্যে আমাদের আহ্বানের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে এ সনদটি।

আমাদের সঙ্গে যোগ দিন–সনদটি অনুমোদন করুন

পৃথিবীব্যাপী এ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্যে আমরা সকল ব্যক্তি ও সংগঠনকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং তাদেরকে *জনগণের স্বাস্থ্য সনদটি* অনুমোদন ও বাস্তবায়নের জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

পিএইচএ সেক্রেটারিয়েট

E-mail: ~~gksavar@citechco.net~~

Website: www.phamovement.org

যোগাযোগের ঠিকানা

পিএইচএ সেক্রেটারিয়েট
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
পোঃ মির্জানগর ভায়া সাভার ক্যান্টনমেন্ট
ঢাকা-১৩৪৪
বাংলাদেশ

সংশোধনী

গত ৮ই ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে PCH বা 'জনগণের স্বাস্থ্য সনদ' অনুমোদনের পর খসড়া প্রণয়নকারী দলের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় যে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের অধীনে ১ ও ২ নম্বর পয়েন্টগুলি WTO বা বিশ্ব ব্যাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক উপস্থাপিত সামাজিক অনুচ্ছেদকে সমর্থন করে বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যা মূলত WTO-এর নব্য উদারনৈতিক কর্মসূচিকেই শক্তিশালী করে। এ অবস্থা WTO ও বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবীর সমতা রক্ষা করে, তাই উপরিউক্ত দুটি প্যারা সংশোধন ও একীভূত করা হয়।

যুদ্ধ, সহিংসতা ও সংঘাত অনুচ্ছেদটিকে সংশোধন করে প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ভাষ্যে ৫ নম্বর একটি নতুন পয়েন্ট সংযোজিত হয়েছে যা আধিপত্য অবসানের দাবী জানায়। অধিকন্তু, ৭ নম্বর এ্যাকশন পয়েন্টকে বর্তমানে ৮ নম্বর করা হয়েছে এবং সকল প্রকার অবরোধের অবসানের দাবী জানিয়ে এটিকে সংশোধন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ সম্পর্কে ১১ নম্বর অতিরিক্ত এ্যাকশন পয়েন্টকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

জনগণের স্বাস্থ্য সনদ

আমি এই সনদের বক্তব্য অনুমোদন করি

আমি এই আন্দোলন সমর্থন করি

আমি এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক

[আপনি উক্ত ৩টিতেই টিক (√) দিতে পারেন]

নাম : _____

সংস্থা : _____

ঠিকানা : _____

_____

টেলিফোন : _____ ফ্যাক্স : _____

ই-মেইল : _____

তারিখ : _____

স্বাক্ষর : _____

অনুগ্রহ করে নিম্ন ঠিকানায় পাঠান :
ডাঃ কাশেম চৌধুরী
কো-অর্ডিনেটর
পিএইচএ সেক্রেটারিয়েট
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
পোঃ মির্জানগর ভায়া সাভার ক্যান্টনমেন্ট
ঢাকা-১৩৪৪, বাংলাদেশ
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৭৭০৮৩১৭
ই-মেইল : gksavar@citechco.net